দৈনিক ইনকিলাব

10

তারিখ 06 FEB 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

উপজেলা পরিক্রমা

লালপুর

ঈশ্বরদী, ৫ ফেব্রুয়ারী (সংবাদদাতা)।— এককালের প্রমত্তা পদ্মার তীর ঘেঁষে গড়ে ওঠা উপজেলার নাম লালপুর। এ উপজেলার আয়তন ১২৭ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ১ লাখ ৭৫ হাজার ৮শ' ৬২ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৯০ হাজার ৩শ' ৯১ জন এবং মহিলা ৮৫ হাজার ৪শ' ৭১ জন। খানার সংখ্যা ২৮ হাজার ৩শ' ৫০। উপজেলায় মুসলমান ১ লাখ ৫৪ হাজার ৫ জন, হিন্দু ২০ হাজার ৯শ' ৭৭ জন, বৌদ্ধ ৯৯ জন, খৃষ্টান ১শ' ৭৪ জন এবং অন্যান্য ৬শ' ৩ জন।

কৃষি

এ উপজেলায় কৃষি জমির পরিমাণ ৬৩ হাজার ৫শ' ৭৮ একর। কৃষি পরিবারের সংখ্যা ২৩ হাজার ৫শ' ২৮ জন। আবাদযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ ১৫শ' ১০ একর। বর্তমান পতিত জমি ২২শ' ২০ একর। মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৬৬ হাজার ৩শ' ৮ একর। এক ফসলি জমির পরিমাণ ১৯ হাজার ১৮ একর, দুই ফসলি জমির পরিমাণ ১৭ হাজার ৯শ' একর এবং তিন ফসলি জমির পরিমাণ ২৬ হাজার ৬শ' ৬০ একর। প্রধান কৃষি পণ্যের মধ্যে রয়েছে আখ, ধান, গম, ডাল ও অন্যান্য। এখানে শতকরা ৫০ ভাগ আখ চাষ করা হয়। সেচের আওতায় জমি রয়েছে ২১শ' ৫৭ একর। শুকনো মওসুমে ফারাক্কার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কারণে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় সেচ ব্যবস্থা প্রায় অচল হয়ে পড়ে। কৃষকেরা আখ বিক্রির সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় প্রতি বছরই কৃষকরা দুর্বিপাকে পড়ে হাজার হাজার টাকা ক্ষতি গ্রস্ত হয়।

শিক্ষা

এখানে মোট ৩টি কলেজ রয়েছে। ২টি ডিগ্রী কলেজ ও একটি ইন্টার মিডিয়েট কলেজ রয়েছে। এর মধ্যে একটি সরকারী। মাধ্যমিক স্কুল ১৫টি তার মধ্যে ২টি বালিকা। নিম্ন মাধ্যমিক ৪টি (একটি বালিকা), ১৪টি বেসরকারীসহ মোট ৭৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়া কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১টি, দাখিল মাদ্রাসা ৩টি, এবতেদায়ী মাদ্রাসা ২০টি এবং হাফেজী মাদ্রাসা ৪টি মোট ২৭টি মাদ্রাসা রয়েছে। উপজেলায় শিক্ষিতের হার শতকরা ১৫·৫ ভাগ। উপজেলার বেশীর ভাগ বিদ্যালয়ই সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। তাছাড়া শিক্ষক সল্পতা, আসবাব-পত্রের অভাব এবং চেয়ার বেঞ্চের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

স্বাস্থ্য

এখানে একটি উপজেলা হাসপাতাল, ২টি দাতব্য চিকিৎসালয়, পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক ২টি, শিশু মাতৃমঙ্গল ১টি। খাবার পানির জন্য নলকূপ রয়েছে ১ হাজার ৪শ' ৭৫টি। জানা গেছে, হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করা হয় না। অধিকাংশ সময়ই ডাক্তারের ব্যবস্থা পত্র নিয়ে বাইরে থেকে ওষুধ ক্রয় করতে হয়। মুমূর্ষ রুগীদের স্থানান্তরের জন্য এম্বুলেন্সের অভাবে বিপাকে পড়তে হয়।

যোগাযোগ

এ উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত। মোট ৬শ' ৬৫ মাইল রাস্তার মধ্যে পাকা রাস্তা রয়েছে ১৫ মাইল, আধাপাকা রাস্তা রয়েছে ১৪ মাইল, কাঁচা রাস্তা রয়েছে ৬শ' ২১ মাইল এবং তিনটি রেল স্টেশনে ১৫ মাইল রেলপথ রয়েছে। বিভাগীয় শহর এবং জেলা শহরের সাথে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম রেলপথ। মেরামতের অভাবে পাকা রাস্তায় যানবাহন চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। কাঁচা রাস্তার অবস্থাও খুব একটা উন্নত নয়। বর্ষা মওসুমে কাঁচা রাস্তায় চলাচলে দারুণ কষ্ঠ ভোগ করতে হয়।

বিদ্যুৎ

এ উপজেলার সব এলাকায় এখনও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়নি। তাছাড়া বিদ্যুৎ আওতাধীন এলাকায় নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকায় এলাকাবাসীর দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

শিল্প

এ উপজেলায় ১টি চিনি কল (নর্থ বেঙ্গল সুগার মিল, গোপালপুর), কড়াই ফ্যাক্টরী ১টি, রাইস মিল ২৫টি এবং কুটির শিল্প রয়েছে ১শ' ২৮টি। প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবে শিল্পের উন্নয়নের অগ্রগতি হচ্ছে না বলে জানা গেছে।